গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.৪২১ তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪২৬
২৪ মার্চ ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমূদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

আজ ২৪ মার্চ ২০২০ খ্রি: দুপুর ০১ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:
ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

পূর্বাভাসঃ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে। তবে, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সমান্য বৃদ্ধি পেতে পারে ।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): দিন ও রাতের তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩১.৬	২৯.৬	৩২.৪	৩১.০	৩০.৬	৩০.২	৩২.০	৩২.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	১৮.২	১৭.৫	১৮.০	১৫.৭	১৭.৩	১৫.৫	১৮.২	২০.৩

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল পটুয়াখালী ৩২.৭° এবং আজকের সর্বনিম্ন রাজারহাট ১৫.৫°সেঃ।

অগ্নিকান্ড:
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ২২/০৩/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ২৩/০৩/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ২১টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকাণ্ডের তথ্য নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৪	০	০
২।	ময়মনসিংহ	৪	০	০

৩।	বরিশাল	২	০	০
৪।	সিলেট	২	০	০
৫।	রাজশাহী	০	০	০
৬।	রংপুর	১	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	৩	০	০
৮।	খুলনা	৫	০	০
	মোট	**২১**	**০**	**০**

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী

ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক হাজার মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৩.০৩.২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	৩,৩২,৯৩০	১,৭৭৬
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	৪০,৭৮৮	৫১৯
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	১৪,৫১০	৫৮
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	১,৭২৭	১৩

বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

১। সাধারণ তথ্যঃ

- বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জনস্বার্থে আইনের প্রয়োগ বিষয়ে একটি গনবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারা, উপধারা প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হতে পারে বলে গনবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
- সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালিতে ও সৌদি আরবে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশী কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন।
- সার্কভুক্ত দেশের সরকার প্রধানগণ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়াসে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন।
- বাংলাদেশে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে তিন (০৩) ব্যক্তি মারা গেছেন।
- বিদেশ থেকে এসে হোম কোয়ারেন্টাইন এ থাকার নির্দেশ অমান্য করায় ০৯ জেলায় ১৭ জন প্রবাসীকে জরিমানা করা হয়েছে।

২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত ২৩/০৩/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক) কোভিড-১৯ পরীক্ষা ও সনাক্তকৃত রোগীঃ

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি

কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	৫৬	৬২০
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	৬	৩৩

খ) কোয়ারেন্টাইন সম্পর্কিত তথ্যঃ

বিবরণ	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি সর্বমোট
হোম কোয়ারেন্টাইন	৩,৩৯৬	১৭,৫৫৮
হোম কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়পত্র প্রাপ্ত	৬৩৭	২৪৯৯
হাসপাতাল ও অন্যান্য কোয়ারেন্টাইন	১৩	১১৫
হাসপাতাল ও অন্যান্য কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়পত্র প্রাপ্ত	০১	০২
মোট কোয়ারেন্টাইন	৩৪০৯	১৭৬৭৩
মোট ছাড়পত্র প্রাপ্ত	৬৩৮	২৫০১

গ) কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির রিকোভারি লাভ এবং মৃতের সংখ্যা।

- কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে রিকোভারিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যাঃ ০৫ (পাঁচ) জন।
- কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সংখ্যাঃ ০৩ (তিন) জন।

ঘ) স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যাঃ

বিষয়	২৪ ঘন্টায় সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যবধি
মোট স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	১০০৯	৬,৫৮,৯৮১
এ পর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	১৯৪	৩,২১,৭০৬
দু'টি সমুদ্র বন্দরে (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমূদ্র বন্দর) স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	২৬০	৯৪১৭
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	০	৭০২৯
অন্যান্য চালু স্থলবন্দরগুলোতে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৫৫৫	৩,২০,৮২৯

ঙ) নভেল করোনা ভাইরাস (COVID19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য

২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৮ টার পূর্বের ২৪ ঘন্টার তথ্য):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	২৪ ঘন্টায় (পূর্বের দিন সকাল ০৮ ঘটিকা থেকে অদ্য সকাল ০৮ ঘটিকা পর্যন্ত)									
		কোয়ারেন্টাইন						আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		মোট					
		হোম কোয়ারেন্টা-ইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টা-ইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টা-ইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে কোয়ারেন্টা-ইন হতে ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টা-ইনরত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টা-ইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলে-শনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলে-শন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড -১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	১১০১	৪০৪	০২	০১	১১০৩	৪০৫	-	-	-	-
০২	ময়মনসিংহ	২৯৪	১০১	-	-	২৯৪	১০১	-	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	১৪২৭	৩৪৩	০৫	০৩	১৪৩২	৩৪৬	-	-	-	-
০৪	রাজশাহী	৭৮৮	১৩৩	-	-	৭৮৮	১৩৩	-	-	-	-
০৫	রংপুর	৬২৭	৭৬	-	-	৬২৭	৭৬	-	-	০২	-
০৬	খুলনা	২০৪৬	২০৫	-	-	২০৪৬	২০৫	-	-	-	-

০৭	বরিশাল	৪৮৬	১৩৬	-	-	৪৮৬	১৩৬	-	-	-	-
০৮	সিলেট	৩৩৫	৬৫	০১	-	৩৩৬	৬৫	-	-	-	-
	সর্বমোট	৭১০৪	১৪৬৩	০৮	০৪	৭১১২	১৪৬৭	-	-	০২	-

চ) নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী
তথ্য, ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ সকাল ৮ টা পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে সর্বমোট/অদ্যাবধি									
		কোয়ারেন্টাইন						আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		সর্বমোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইনরত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	৬৭৩৩	১৫৮১	৯১	০২	৬৮২৪	১৫৮৩	১০	-	-	-
০২	ময়মনসিংহ	১১৭৪	১৬২	০১	-	১১৭৫	১৬২	-	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	৬৯৬৮	২৪৭৫	২৯	০৩	৬৯৯৭	২৪৭৮	০১	-	-	-
০৪	রাজশাহী	৩৯৯৭	২৫৭	০১	-	৩৯৯৮	২৫৭	-	-	-	-
০৫	রংপুর	১৯১০	২৭৬	০১	-	১৯১১	২৭৬	-	-	০২	-
০৬	খুলনা	৬০০০	৯৫৩	০৪	০১	৬০০৪	৯৫৪	-	-	০১	০১
০৭	বরিশাল	১৭৯১	২৫৪	-	০১	১৭৯১	২৫৫	০৩	০৩	-	-
০৮	সিলেট	২০৭৯	১২৩	১৭	-	২০৯৬	১২৩	০৪	-	-	-
	সর্বমোট	৩০৬৫২	৬০৮১	১৪৪	০৭	৩০৭৯৬	৬০৮৮	১৮	০৩	০৩	০১

৩। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিভিন্ন জেলা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ

(ক) মাদারীপুরঃ মাদারীপুর জেলা প্রশাসক হতে টেলিফোনে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারেঃ

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে মাদারীপুর পৌরসভায় ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড, শিবচর উপজেলার পাচ্চড় ইউনিয়নের এবং দক্ষিণ দোহেরাতলা ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের জনগণের চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এ সকল ইউনিয়নের দরিদ্র লোকদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- ৯ জন আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ৫ জন ঢাকায় এবং ৪ জন মাদারীপুর রয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা ৩৫০ জনকে সনাক্ত করা হয়েছে। যাদের সকলকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- স্থানীয় বণিক সমিতির সাথে পরামর্শক্রমে প্রবাসীদের সম্পূর্নরুপে বাজারে না যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্যদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বাজারে অবস্থান না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশে স্কুলের শিক্ষকগণ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে হাট-বাজারে, কাঠাল বাড়ি ঘাটে করোনা সম্পর্কে সচেতনতার বিষয়ে ৬-৭হাজার লিফটলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- যারা করোনায় আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন আক্রান্ত তাদের সন্তান যেসব স্কুলে পড়ালেখা করে তাদের সহপাঠীদেরকেও কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর এর স্মারক নং-৫১.০১.৫৪০০.১২৬.৯৬.০১৬.১৯-১৩৭; তারিখ: ২১/০৩/২০২০ খ্রি: এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। শিবচর উপজেলার আক্রান্ত চারটি এলাকায় যানবাহন ও জনগণের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আক্রান্ত চারটি এলাকায় প্রায় ৬০ (ষাট) হাজার লোক বসবাস করে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দিনমজুর ও নিম্নআয়ের লোক রয়েছে। ফলে অনেক দিনমজুর বা নিম্নআয়ের লোক কর্মহীন ও অসহায় হয়ে পড়েছে। এছাড়া জেলা সদর ও প্রতিটি উপজেলায় এক বা একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশন সেন্টার ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

(খ) **শরীয়তপুরঃ** জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুরের ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৫১.০১.৮৬০০.১৬.০৬.০২০.১৬.১৭৭ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, শরীয়তপুর জেলায় এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়নি। পার্শ্ববর্তী মাদারীপুর জেলায় করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। শরীয়তপুর জেলায় ইতালি প্রবাসীর সংখ্যা অনেক বেশি। গতকাল (২২/০৩/২০২০) পর্যন্ত ৩৬৪ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন। যে কোন সময় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত এলাকায় লোকজনের চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। সেরূপ পরিস্থিতিতে নিম্ন আয়ের জনগনের ত্রাণ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে।

গতকাল ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৫১.০১.৮৬০০.১৬.০৬.০২০.১৬.১৬৬ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে, সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধের পাশাপাশি সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপঃ

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণে রোধে জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ইতোমধ্যে খোলা হয়েছে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করবেন।
- করোনা ভাইরাস কী, কিভাবে ছড়ায়, কি করবেন ও কী করবেন না এ সকল তথ্য সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও ব্যাপক মাইকিং করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য জেলা তথ্য কর্মকর্তা ও জেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- জনসচেতনতামূলক লিফলেট ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সতর্কবার্তা বিজ্ঞপ্তির আকারে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হচ্ছে এবং স্থানীয় ক্যাবল অপারেটরের মাধ্যমে তা প্রচার করা হচ্ছে। প্রচার ব্যবস্থাটি অব্যাহত রাখার জন্য সংশিলষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন স্বাস্থ্যকর্মী ও একজন গ্রাম পুলিশকে নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তারা বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের বাড়ীতে গিয়ে প্রবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বুঝিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করছেন এবং প্রতিবেশী একজন সচেতন ব্যক্তির জিম্মায় দেয়া হচ্ছে।
- কোয়ান্টোইনে থাকা প্রতিটি ব্যক্তিকে আশেপাশের পাড়া-প্রতিবেশী/একজন শিক্ষিক-সচেতন ব্যক্তির জিম্মায় দেয়া হয়েছে, যাতে তারা হোম কোয়ারেন্টাইর থেকে বের হয়ে বাইরে ঘোরাফেরা করতে না পারে। বাইরে ঘোরাফেরা শুরু করলেই স্থানীয় প্রশাসন সংবাদ পেয়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।
- কোন প্রবাসী হোম কোয়ারেন্টাইন অনুসরণ করছেন না মর্মে সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে তাদেরকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনের আওতায় এনে জরিমানা করা হচ্ছে এবং কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- কোন অসাধু ব্যবসায়ী বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করতে না পারে সে বিষয়ে জেলার সকল বাজার মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে এবং নিয়মিত

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে এ ধরণের অসাধু ব্যবসায়ীদের জমিমানা করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, বাংলাদেশ রোভার স্কাউট, বাংলাদেশ স্কাউট, বাংলাদেশ গার্লস গাইডস এসোসিয়েশন, রেডক্রিসেন্ট,আনসার ভিডিপি ও বেসরকারী সংস্থাসমূহকে এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার কাজে ব্যাপক প্রচার ও মনিটরিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(গ) **ফরিদপুরঃ**

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর এর স্মারক নং-০৫.১২.২৯০০.০০১.৯৯.০০৯.২০-৫৬; তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, ফরিদপুর জেলায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে গ্রহীত ব্যবস্থার প্রতিবেদন প্রেরণ বিষয়ক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের জন্য ৫০ শয্যা বিশিষ্ট নবনির্মিত সালথা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ওয়ার্ড ও আইসিইউ এবং সদর উপরজেলার ণর্থচ্যানেল ইউনিয়নের কবিরপুর চরে ৪৪ শয্যা বিশিষ্ট হার্ট সোসাইটি হাসপাতালকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া এ জেলার সকল উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০টি করে বেড এবং বেসরকারি বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতষ্ঠিানে ৫০টি বেডকে কোয়ারেন্টাইন/আইসোলেশন বেড হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বা সন্দেহজনক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া মাত্রই তার উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সকল উপজেলায় ০৩ জন চিকিৎসাসহ র‌্যাপিড রেসপন্স মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া, আইসোলেশন স্টোরে দায়িত্ব পালনের জন্য ১০ জন ডাক্তারের সমন্বয়ে আরও একটি মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে এ জেলার সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং জেলা ও উপজেলা কমিটির সকল কমিটি নিয়মিত সভা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিদেশ ফেরত প্রবাসীতের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতি রোধ এবং বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে জেলা ব্যাপী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সিভিল সার্জনের কার্যালয়সহ এ জেলার ৯টি উপজেলাতেই উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সমগ্র জেলায় (শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত) মাইকিং এবং লিফলেট ছাপিয়ে তা বিতরণ করা হচ্ছে।
- সকল সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক ডেক্স খোলা হচ্ছে।
- সকল ধরণের জনসমাবেশ (যেমন- রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়) পরিহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে এ জেলায় সদর উপজেলাধীন ০২টি যৌনপল্লীকে লকডাউন করা হয়েছে। যৌনপল্লীতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের মাঝে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি হরে ১৫ মেঃটন চাউল এবং নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।

(ঘ) **খুলনাঃ** জেলা প্রশাসন, খুলনার পত্র নং ৫১.০১.৮৬০০.০১৬.০৬.০২০.১৬.১৬৬, তারিখ- ২২.০৩.২০২০খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, ২২.০৩.২০২০খ্রিঃ তারিখ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং এ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ১৩ সদস্যের একটিবিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত বিভাগীয় কমিটি একটি সভা করে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপঃ

- বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের হোম কোয়ারেন্টাইন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে এবং এখনও শনাক্ত হয়নি এরুপ প্রবাসীদের তথ্য দ্রুত সংগ্রহপূর্বক স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক/রাজনতিক নেতৃবৃন্দ সহযোগে কোয়ারেন্টাইন

নিশ্চিত করবেন।

- হোম কোয়ারেন্টাইন বাড়ীতে দর্শনীয় স্থানে লাল পতাকা টানানো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ফ্লু বা করোনা আক্রান্ত রোগীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা মোবাইলের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ডাক্তারদের নম্বরে মোবাইল যোগাযোগপূর্বক গ্রহণ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সংক্রমণের হার হ্রাস করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি জেলায় ১০ জন মেডিকেল অফিসার ও ৪ জন মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট সমন্বয়ে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় টিম গঠনপূর্বক দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি সিভিল সার্জনগণ নিশ্চিত করবেন।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য জরুরীভাবে PPE (Personal Protective Equipment) সরবরাহ করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা যেতে পারে।
- মসজিদের ইমামগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে/পরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা মাইকে প্রচার করবেন।
- অযাচিত লোকজনের আড্ডা বন্ধে সকল রেস্তোরা, চায়ের দোকান, খাবারের দোকান থেকে টেলিভিশন সরিয়ে ফেলতে হবে।

(ঙ) **নীলফামারীঃ** জেলা প্রশাসন, নীলফামারীর পত্র নং ৫১.০১.৭৩০০.০০০.৯৮.০০৩.২০.১০৮০, তারিখঃ ২৩.০৩.২০২০ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- জেলা ও উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- জেলা কমিটির সভা করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক জেলা পর্যায়ে সকল কর্মকর্তাকে নিয়ে প্রথম সভা করা হয়েছে।
- জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান করা হয়। সভায় কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জেরার সকল ক্লিনিক ও বেসরকারি হাসপাতাল মালিকদের নিয়ে সভা করা হয়।
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলোচনা করা হয়।
- এনজিওদের নিয়ে এনজিও মাসিক সভা করা হয়েছে।
- চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সকলকে নিয়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সভা করা হয়েছে। লিফলেট বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশরনা প্রদান করা হয়।
- নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে এ জেলার সকল ব্যবসায়ীদের সমিতি ও চাল মিল মালিকদের নিয়ে সভা করা হয়েছে।
- জেলার সকল ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।
- নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সাধারণ মানুষকে সেচতন করার জন্য বিভিন্ন ধরণের লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে এবং বিভন্ন স্থানে সচেতনতামূলক ব্যানার টানানো হয়েছে।
- এ জেলায় বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রবাসীদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি এবং ওয়ার্ড কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং মনিটরিং করা হচ্ছে।
- সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যকমের মনিটরিং করা হচ্ছে।
- করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদশাবলী-২০১৯ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(চ) **লালমনিরহাটঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট এর স্মারক নং-৫১.০১.৫২০০.০০০.৩৯.০০৭.২০.১৬৬; তারিখ: ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর কারণে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- গত ০৫/০৩/২০২০ খ্রিঃতারিখে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক মাইকিং করা হয়েছ।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে ।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সচেতনতামূলক ব্যানার প্রদর্শন ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করণের জন্য গ্রাম পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
- লালমনিরহাট নার্সিং ইন্সটিটিউট ও সরকারি কলেজের মহিলা হোস্টেল হোম কোয়ারেন্টাইন এর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- জেলা, উপজেলা ও রেলওয়ে হাসপাতালে আইসোলেশনের বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- আইসোলেশনের জন্য লালমনিরহাট পিটিআইকেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

(ছ) **রাজশাহীঃ** জেলা প্রশাসনের ২৩.০৩.২০২০খ্রিঃ তারিখের ৫১.০১.৮১০০.০২৫.০৪.০০১.১৯.১৭৮ নং পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে রাজশাহী জেলার সাথে ঢাকাসহ সারাদেশের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং এ জেলায় কোন শিল্প কারখানা না থাকার কারণে শ্রমজীবি দিন মজুর মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

(ঝ) **ময়মনসিংহঃ** জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ টেলিফোনে জানিয়েছে যে, আজ ২১.০৩.২০২০খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি' বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়ের গৃহীত কার্যক্রমঃ

ক. COVID-19 এর হালনাগাদ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন ১৮/০৩/২০২০ তারিখ হতে প্রতিদিন ২ (দুই) বার এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদনে ০১(এক) বার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বেসরকারি সংস্থাসমূহে হালনাগাদ তথ্যাদিসহ প্রেরণ করা হচ্ছে।

খ. ঢাকার আশকোনাস্থ হাজী ক্যাম্পে আগত ব্যক্তিদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি তত্ত্বধানের এর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তত্ত্বধায়ক উপ-কমিটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে,

- গত ১৭.০৩.২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে এ পর্যন্ত নতুন কোন যাত্রী হাজী ক্যাম্পে আগমন করেন নাই। বর্তমানে হাজী ক্যাম্পে কেউ অবস্থান করছেন না।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে হাজী ক্যাম্পে অবস্থানরতদের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৪টি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক হাজী ক্যাম্পে অবস্থানরতদের জন্য বিছানাপত্র ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক হাজী ক্যাম্পে অবস্থানরতদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয়।

২৪-৩-২০২০
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.৪২১/১(১৬৬)

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪২৬
২৪ মার্চ ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৮) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৯) পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১০) জেলা প্রশাসক (সকল)
১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
১২) জেলা ত্রাণ ও পুর্ণবাসন কর্মকর্তা

২৪-৩-২০২০
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)